তৃতীয় মাত্রা

পর্ব-৬৫২৫

উপস্থাপনা: জিল্লুর রহমান
আলোচক- বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মিছবাহুর রহমান চৌধুরী এবং বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান মেজর জে. সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম (অব.), বীর প্রতীক।
তারিখ-১৩.০৬.২০২১

জিল্লুর রহমানঃ দর্শক গত কিছুদিন ধরেই সামান্য ওঠানামার মধ্য দিয়ে কোভিড পরিস্থিতি বাংলাদেশে অনেক উদ্বেগজনক ভাবে আছে। আমরা লক্ষ্য করেছি কোনদিন মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে আবার কোনদিন আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে আবার কোনদিন আক্রান্তের সংখ্যা কমলেও হয়তো শতকরা হিসেবে সেটি বৃদ্ধির দিকে ধারণা করা হচ্ছে। কোভিদ মোকাবেলার জন্য যে ভ্যাকসিনেশন জরুরী সেটিতে বাংলাদেশ শুরুর দিকে কিছুটা ভালো করলো এখন এক ধরনের চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে। আগামী অর্থবছরের বাজেট জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয়েছে এবং সেই বাজেটকে নিয়ে ঘরে-বাইরে আলোচনা করছে অনেকেই বলছেন কোভিড পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য এই বাজেটের আসলে মূল লক্ষ্য ছিল না। এবং অন্যান্য যে বিষয় রয়েছে সেটি পর্যবেক্ষণ করে আসলে বাজেট বাস্তবায়নের যে বিষয়টি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। রাজনীতিতে তেমন কোনো উত্তাপ নেই এবং তেমন কোনো সংবাদ নেই। যা আছে তা হচ্ছে শুধু অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগ এবং এইসব বিষয় নিয়ে আমার সাথে আজকে আছেন বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মিছবাহুর রহমান চৌধুরী এবং বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান মেজর জে. সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম (অব.), বীর প্রতীক। বাংলাদেশ করোনা পরিস্থিতি কতটা যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে পারছে বলে আপনার মনে হয়?

মিছবাহুর রহমান চৌধুরীঃ ধন্যবাদ আপনাকে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এই করোনা পরিস্থিতিতে বিশ্বের প্রায় সব দেশই বাংলাদেশসহ প্রায় আক্রান্ত ছিল এবং আছে এখনো। এই কারণে যারা আজকে আমাদেরকে দেখবেন এবং শুনবেন তাদেরকে আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে এবং সবাই যেন সুস্থ থাকে আল্লাহর দরবারে এই কামনা করছি। এবং এই করনা কারণে দেশে-বিদেশে নানা রকম আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব না ফেরার দেশে চলে গেছেন তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। আল্লাহ যেন সকলকে ক্ষমা করে দেন। করোনার প্রথম

যেই ধাপটা সেটি পৃথিবীর তুলনায় আমরা ভালভাবে অতিক্রম করেছিলাম। দ্বিতীয় ধাপঃ আসতে পারে এটির জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী প্রায় সব সময় আমাদের সাবধান করে এসেছেন। কিন্তু এটা বলতেই হয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় যারা করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত তাদের যতটুক কাজ করার দরকার ছিল সেই কাজগুলো তারা করেছেন বলে আমার মনে হয় না। ভারত আমাদের প্রথমে বলেছিল যে ভ্যাকসিন দিবে এবং প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল কিন্তু পরে তাদের নাজুক পরিস্থিতির জন্য ভ্যাকসিন দিবেনা বলে ঘোষণা যখন দিল তখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে বিকল্প কোন ভাবে ভ্যাকসিন আনার ব্যবস্থা ছিলনা এটা আমরা এখন কা আলাপ-আলোচনা থেকে বুঝতে পারছি। কর আমরা শুনেছিলাম যে চিন নাকি আমাদের ভ্যাকসিন দিতে চেয়েছিল কিন্তু এখন শুনি গত দুইদিন আগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন যে সবাই শুধু ভ্যাকসিন দিবে বলে কিন্তু কবে দিবে এই কথা কেউ স্পষ্ট করে বলে না। এই বিষয়টা নিয়ে এখন তাই আশঙ্কা আছে আমাদের দেশবাসী। তারপর আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের সরকার যত দ্রুত সম্ভব এই ভ্যাকসিন নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবে।

জিল্লুর রহমানঃ কিন্তু যত দ্রুত সম্ভব বলছে কিন্তু সেটি কিন্তু হচ্ছেনা যেরকম আমরা যদি সরকারের অর্থ মন্ত্রীর বাজেটের বক্তৃতা দেখি যে পরিকল্পনা দেয়া হয়েছে বছরে ২৫ লক্ষ এবং এই পঁচিশ লক্ষ যদি বৎসরের দিতে চায় তাহলে আমাদের ভ্যাকসিন দিতে আট বছরের বেশি সময় লাগবে।

মিছবাহুর রহমান চৌধুরীঃ দেখুন এই বাজেটে করোনার ব্যাপারে দেশবাসী সন্তুষ্ট নন। করোনা মোকাবেলার জন্য আমরা যে বাজারটা আশা করেছিলাম সেটাই বাজেটের নাই। এটা তো স্পষ্ট এবং এটা নিয়ে তো আলোচনা হচ্ছে। অনেক মানুষ এই বাজেট নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে আমরা জানিয়েছি।

জিল্লুর রহমানঃসরকারের পরিকল্পনায় তো তাই যদি আমরা আসলে লক্ষ্য করে যে ৮ বছর লাগবে টিকাদান কর্মসূচি শেষ হতে

মিছবাহুর রহমান চৌধুরীঃ এটা আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী,অর্থমন্ত্রী তাদের এই বিষয়টা নিয়ে যা করা দরকার ছিল তারা সেটি করেননি। দেশবাসী হতাশ না এবং এই বাজেট নিয়ে স্বাস্থ্য খাতে করোনা মোকাবেলায় আরও বেশি অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। দেশবাসী চায় সফলভাবে সরকার করোনা মোকাবেলা করুক। আর স্বাস্থ্যবিধি যেরকম করে মানার কথা ছিল দেশবাসীর এভাবে তারা মানছে না।

জিল্লুর রহমানঃ কেন মানে না?

মিছবাহুর রহমান চৌধুরীঃ অভাব এবং স্বাস্থ্যবিধি না মানলে সঠিক আইন প্রণয়নের অভাব যেমন মাস্ক না পড়লে জরিমানাএই কথাগুলো বলা হয়েছে কিন্তু কে তেমনভাবে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ আমরা দেখিনি। আরেকটা জিনিস হচ্ছে ধর্মীয় কুসংস্কার অনেকে বলে বেড়াচ্ছেন যে মাস্ক না পড়লে কি হবে এটা তো আল্লার ইচ্ছা আল্লাহ দেয় সেটাই হবে। আল্লার ইচ্ছায় তো হবে কিন্তু আল্লাহ বলেছেন যে মানুষকে সচেতন থাকতে এই কথাগুলো মানুষকে বুঝতে হবে।

জিল্লুর রহমানঃ জি আবার শুনবো আপনার কাছে জনাব ইবরাহিম। সম্মানিত দর্শক যারা আপনার অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে শুভকামনা আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম তাহলেই আমি আমার বক্তব্য শুরু করি। প্রশ্ন করেছেন করোনা নিয়ে এবং আমি যদি বলি তাহলে শুরুটা আমাদের আসলে গাফিলতি ছিল এটা অবাস্তব। চায়নাতে করোনা হয়েছে ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বরে। সেটা আমি কিভাবে গল্পচ্ছলে বলি যে কোভিড নামের একটি মেহমান বিভিন্ন দেশে হানা দিয়েছে এবং সেই মেহমান কে খাতিরদারি করতে বাড়িগুলো প্রস্তুত কি না বাংলাদেশ প্রস্তুত ছিল না এটাই বাস্তব এ নিয়ে গত বছর আলোচনা-সমালোচনা সবকিছুই হয়েছে। তারপর একটা রিজেনেবল ভাবে করোনা বাংলাদেশ মোকাবেলা হয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ দোয়া। রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কি হতো আমাদের কুড়িল বস্তিতে কি হতো এবং বড় বড় মসজিদ গুলোতে কি হতে সেটা আল্লাহ ছাড়া আসলে কেউ জানে না। এবং বাংলাদেশে যে কেন করোনার ছড়ায়নি এটা আসলে একটা মিরাক্কেল। স্বাস্থ্যকর্মী চিকিৎসক, দেশপ্রেমিক এবং কমিটেড যাদেরকে আমরা ফ্রন্টলাইন যোদ্ধা বলছি তাদের যে অবদান এবং তাদের যে কন্ট্রিবিউশন এটা আমরা স্মরণ করি। সকলের চেষ্টার এখানে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় অবদান আছে কিন্তু ডেট মারজি-আল। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বরংচ অনেক অনেস্ট তারা শিরোনাম হয়েছেন কিন্তু করণায় কন্ট্রিবিউশন এর জন্য নয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বারবার শিরোনাম হয়েছেন তাদের নেগেটিভ কর্মকাণ্ডের জন্য দুর্নীতি, অপবাদ দেওয়া মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিজে উপস্থিত ছিলেন তাদের সঙ্গে চুক্তি করার জন্য এবং পরে বলা হয়েছে তারা কিছু জানেনা এই ধরনের কথাবার্তা হয়েছে তারপরও যেমনেই হোক প্রথম ধাক্কাটা মোকাবেলা করেছেন আমি এখানে না বললেই নয় কারণ আমি একজন সাবেক সৈনিক চিকিৎসক সম্প্রদায়ের প্রতি আমিতো সালাম দিলামই এবং বিশেষ করে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের সিএমএইচ এবং সমস্ত ক্যান্টনমেন্টের সিএমএস কে ধন্যবাদ জানাই। যে সমস্ত ব্যক্তিরা বলেছে চিকিৎসা পায় না কিন্তু এটা আসলে আইডিয়াল প্লেস যেখানে তারা জান-প্রাণ দিয়ে শুনতে হবে কাজটা করে যাচ্ছে। ভিআইপি বলে সরকারের অনুমোদন দিয়ে সিএমএইচে এডমিশন

দেয়। তাই এটা আমরা যেন ভুলে যাই না যে চিকিৎসক সম্প্রদায়ের মধ্যে করোনার কারণে মৃত্যু হয়েছে আনুপাতিক হারে অন্যদের তুলনায় তা অনেক বেশি। অর্থ সচিব উনার বক্তব্য থেকে আমি যেটা পেলাম অর্থ মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় অনুকূলে বাজেট দিতে কৃপণতা করে নাই। কিন্তু স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বরাদ্দপ্রাপ্ত বাজেট সময়মতো এবং উপযুক্ত খাতে ব্যবহার করার সক্ষমতা দেখাতে পারেননি। এটা আমার মূল্যায়ন। একটা হল তাদের নিজস্ব দক্ষতার অভাব এবং দুই হল পরিকল্পনার অভাব তিন হলো দুর্নীতি। সবকিছু ঊর্ধ্বে আসলে পেরে উঠেনি সবাই খারাপ না নতুন ডিজি এসেছেন। সবাই তার প্রশংসা করেছেন। এখন আমাদের দেশের ৩৬ টার মতো মন্ত্রনালয় রয়েছে কিন্তু সবচেয়ে বেশি মন্ত্রণালয় দৈনন্দিন জীবনকে মানুষকে টাচ করছে সেটি হল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। কারেন্ট পৃথিবীব্যাপী কিছু করার তো নেই। এটা থেকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কিভাবে উত্তরণ ঘটাতে আমি জানিনা। দ্বিতীয় আমি নিজে যেহেতু দুই ডোজ ভ্যাকসিন নিয়ে নিয়েছি ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এর মাধ্যমে আমাদের পরিবারের যাদের বয়স ৪০ এর উপরে তারা কিন্তু দুটো ডোজ করে নিয়েছে। ৪০ এর নিচে যারা তারা নিতে পারছেনা। এই ভ্যাকসিন নিয়ে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একটি কথা যথেষ্ট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সার্কুলেট হয়েছে সেটা হল একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তিনি হয়তো নাম দিয়েছিলেন বেক্সিমকোকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে বাংলাদেশ মারাত্মক একটি বিপদে পড়ে গেল। অর্থাৎ আমরা ইন্ডিয়ান সেরাম ইনস্টিটিউটের সাথে চুক্তি করেছি পেমেন্ট করেছি অগ্রিম সময় মতো কিন্তু যেই লাউ সেই কদু। পেঁয়াজের সময়েই কাজ করেছো তিন চার বছর আগে চাল নিয়ে এরকম কাজ করেছো আবার এখন ভ্যাকসিন নিয়ে একি কাম করলো তার পরেও কেন যে একই গোয়ালের গরুর কাছে যায় সেটি আমি বুঝিনা পৃথিবীতে মন প্রতিবেশী দেশের সম্পর্ক খুবই কম। মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছিলেন যে আমাদের সম্পর্ক স্বামী স্ত্রীর মত এবং সে আবার সেই পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবারো এখন বলছে ভিন্ন কথা। আমি দুইদিন আগে আমি আমাদের অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার শরীফ আজিজের পোস্ট ফেসবুকে দেখলাম। তিনি লিখেছেন যে আমেরিকার চার্টার্ড এয়ারক্রাফট এসেছে ঢাকা শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সেটা নেমেছে এবং এলিট ফোর্স সেখানে জড়িত ছিল। এলিট ফোর্স যথেষ্ট নামিদামি এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় অরগানাইজেশন তাদেরকে বেছে নিয়েছে আগেই যেন নিরাপত্তা পায়, সুরক্ষা পায়, সিক্রেসি থাকে, নীরবতা থাকে। সবকিছু মিলিয়ে সরকারের সহযোগী প্রতিষ্ঠান আর কি। ওখান থেকে জানতে পারলামযে আমাদের দেশে বাংলাদেশের আমেরিকার ভ্যাকসিন বাংলাদেশে এসেছে। এটা জনে আমেরিকাকে ধন্যবাদ জানাবে কেমন আশা করছি যে আরও ভ্যাকসিন কেনার প্রক্রিয়া চাঁদের মাধ্যমে আমরা পাব। চায়না ভ্যাকসিন তো আমরা পেতে পেতে থমকে গেলাম কারণ তো

অতিরিক্ত সচিব মহোদয়া যেই তথ্য প্রকাশ হওয়ার কথা নয় সেটি প্রকাশ করে ফেলছেন অর্থাৎ ভ্যাকসিন আরো পাব সেটা বলে ফেলেছেন। এরকম একটা ভুল এত সিনিয়র লেভেলে কিভাবে হয় আমি জানি না তার জন্য আমরা ঠেকে গেলাম। ভ্যাকসিনে মাধ্যমে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির বন্ধুকে আর বন্ধুকেও নয় এটা সম্পর্ক তো আছেই। সবাই চায় বাংলাদেশ বন্ধুত্ব এবং বাংলাদেশ সবার সাথে বন্ধুত্ব চাই কিন্তু সবার টার্গেট অনুযায়ী সমানুপাতে পাওয়া মুশকিল। এটাই করোনাকালে আমরা রুটের পেলাম। আল্লাহ আমাকে সুস্থ রেখেছেন আমার পরিবারকে সুস্থ রেখেছেন ছেলে আর ছেলে বিয়ে করানো হয়েছিল তারপর এখন অনেকটাই সুস্থ জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি। মহান আল্লাহ কাছে একজন গুনাগার বাংলাদেশের মুসলমান নাগরিক হিসেবে বলতে চাই আল্লাহ আমাদের অনেক দয়া করেছেন মেজবা ভাই না হলে বাংলাদেশের অবস্থা পৃথিবীর অন্য দেশের তুলনায় শুকরিয়া যেন আমরা কন্টিনিয়াসলি করতে থাকি। আমাদের সতর্ক তো আমরা নিব নিব এবং আল্লাহ রব্বুল আলামীন তো আছেই।

জিল্লুর রহমানঃ মি.মিছবাহুর রহমান চৌধুরী।।

মিছবাহুর রহমান চৌধুরীঃ উনি যা বলেছেন এটার সাথে আমার কোনো দ্বিমত নেই। আপনার সব ইনফরমেশন সঠিক তারপর প্রত্যাশাটা আমার অনেক বেশি। এক্ষেত্রে আমি মনে করি আমাদের প্রধানমন্ত্রী মানুষকে ব্যাপকভাবে সচেতন করছিলেন যে দ্বিতীয় ঢেউ আসতে পারে এবং মাস সময় উল্লেখ করে বলেছিলেন। আমার একটা প্রত্যাশা যে বাংলাদেশে ভ্যাকসিন আসবে এবং আসার শুরু হয়েছে। আমরা কামনা করছি মানুষ যাতে ভ্যাকসিন পায়।

জিল্লুর রহমানঃ আমরা এখানে একটু বাজেট প্রসঙ্গে যাই কেমন হলো আমাদের বাজেট গত অর্থবছর থেকে এবছর।

মিছবাহুর রহমান চৌধুরীঃ দেখুন জিল্লুর ভাই। আমি যেত অর্থনীতিবীদ নয় কিন্তু বাজেটটা এত টাকার বাজেট ঘাটতি পূরণ, জিডিপি ব্যাপারে যে ইনফরমেশন সবকিছু মিলায়ে কি মন্তব্য করব বুঝে উঠতে পারছি না। যেমন আমাদের সামাজিক নিরাপত্তার জন্য ব্যাপক টাকা বাজেটে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে কিন্তু অর্থমন্ত্রীর বক্তৃতায় যে দেখা গেল যে এই যে বরাদ্দ টাকা বরাদ্দের পরিমাণ সামাজিক নিরাপত্তার জন্য যে খাত সেই খাত সব যোগ করা হয়েছে আমাদের পেনশন, উৎসব ভাতা এসব জিনিস নিয়ে। সুতরাং সামাজিক নিরাপত্তা যে আমাদের পাওয়ার কথা বিভিন্ন বিষয়ে যে প্রণোদনা পাওয়ার কথা এটা আবার বুঝতে সমস্যা হচ্ছে।

জিল্লুর রহমানঃসাধারণভাবে অর্থনীতিবিদরা বলছেন গরিবরা এবার ভীষণভাবে অবহেলিত হয়েছে। বাংলাদেশের করোনার কারণে যে দরিদ্র তৈরি হয়েছে সেটি আমলে নেওয়া হয়নি।

মিছবাহুর রহমান চৌধুরীঃ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, বেকার, চাকরীচ্যুত মানুষ, হকার, বাস্তুহারা এদের বিষয়ে বাজেটে কিছু উল্লেখ করা হয়নি এবং মানুষকে ব্যবহার করে যে বাংলাদেশের অর্থনীতি দাঁড় করানো হয়েছে আমরা যে অগ্রসরমান হয়েছিলাম এই করোনার কারণে আমরা প্রায় থমকে গিয়েছিলাম কিন্তু এবার বাজেটে আমরা মনে হচ্ছে যে পিছিয়ে যাচ্ছি। এবং এইগুলো মোকাবেলার জন্য বাজেটে যেইরকম প্রস্তাব আনার প্রয়োজন ছিল সেগুলো আমাদের অর্থমন্ত্রী আনেনি। এই বাজেটটি বড়লোকদের, ধনীদের,সরকারি কর্মচারীদের এবং দুর্নীতিবাজদের দুর্নীতি করতে ফাঁকফোকর বের করে দিয়েছে। নেশাদার মানুষজন এই বাজেটে সুখকর হবে না। অথচ বারবার আমাদের সরকার প্রধান বলছেন আমি এদেশের গরীব মেহনতী মানুষের জন্যই দেশে এসেছি। উনার নির্বাচনী ইশতেহারে সাধারণ মানুষের কথা ছিল কিন্তু এই বাজেটে ইশতেহারে কোনো প্রতিফলন ঘটেনি।

জিল্লুর রহমানঃ মি. ইবরাহিম..

জে. সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিমঃ পত্রিকার ভাষায় বা অর্থনীতিবিদের ভাষায় সিপিডির ভাষায় করোনা মহামারীর কারণে যাহারা দরিদ্র হইয়াছেন তাহাদের বিষয়েই বাজেট নিরব। সম্মানিত ভাই রাজনৈতিক দলের প্রধান মহান রাব্বুল আলামীনের দয়ায় প্রায় ১৩ বছর পার করে 1৪ বছর আমি এখন বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির সাথে সম্পৃক্ত। কথাটা আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে যার মাথায় আর অতিরিক্ত তেল আছে তার মাথার অতিরিক্ত তেল না। বর্তমান রাজনৈতিক সরকারের একটি সমালোচনা স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই উনাদের সরকারি কর্মকর্তা সকল সেক্টর্ সকল চেহারা, সকল পোশাককে তাদেরকে তেল দিচ্ছেন তো দিচ্ছেন তো দিচ্ছেন। আমাদের দেশের মতো অর্থনৈতিক অবস্থার যে দেশ তার জন্য একটি কাম্য নয়। গাড়ি দিচ্ছেন গাড়ির লোন দিচ্ছে ড্রাইভার এর বেতন দিচ্ছেন তারপর মেইনটেনেন্স খরচ দিচ্ছেন আবার একই ব্যক্তি সরকারের গাড়ির তিন-চারটা করে ব্যবহার করছেন। তো দুর্নীতি এবং তেলবাজি আগে শুনেছিলাম ছোটরা বড়দের তেল দেয় এখন শুনছি বড়রাও ছোটদের কে তেল দেয়। মানে সরকার দেশ চালাবেন কিন্তু তিনি সরকারি কর্মকর্তাদের তেল দিচ্ছেন। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে যতনে আছে চাকরিরত তার থেকে বহুগুণ বেশি

রয়েছে যারা অবসরপ্রাপ্ত। তারা কিন্তু বাজেটে কোন রকম বেনিফিট পাই নাই। একটা শব্দ আছে ওয়ান গ্র্যান্ড ব্যাংক পেনশন। ভারত সরকার কিন্তু সেটা মেনে নিয়েছে এবং ১০ বছর আগে সেটা ইম্প্লেমেন্ট করেছে। তো যতদিন ধরে আপনি সরকার চাকরি করছেন সরকারকে বেনিফিট দিতে পারবেন ভোট ডাকাতির সহায়তা করতে পারবেন দুর্নীতিতে চুপ থাকতে পারবেন ততদিন সরকার থেকে তেল পাবেন। যেই আপনি চার থেকে চলে গেছেন আপনার আপনি খারাপ খরচের খাতায়। আমার আবেদন থাকবে মাননীয় সরকারের নতুন সেনা বাহিনীর দায়িত্ব নেয়ার পর উনি যেন মনোযোগ দেন্ অন্তত সামরিক বাহিনীর ক্ষেত্রে। আর সরকারের প্রতি আবেদন থাকবে সকল ক্ষেত্রে। মনোযোগ দিবেন এইভাবে যে তিনি সেনাবাহিনীর প্রধান হন তিনি সাংবিধানিকভাবে আসলে সেই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব থাকেন। উনিও কিন্তু সেনাপ্রধান হলেও আসলে দুই বছর পর অবসর প্রাপ্ত হয়ে যাবেন তাই তার সাথে আসলে এই বিষয়গুলো জড়িত কিন্তু কেউ মানে না কেউ মানে না।

জিল্লুর রহমানঃ মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যারা আছে তারা যেন সুবিধা পায় এবং যারা অবসরপ্রাপ্ত তারা যেন সুবিধা পায় এবংএটি সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে সীমিত থাকুক।

জে. সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিমঃযত পেনশনার আছে বাংলাদেশ সরকারের তারাতো দরিদ্র শ্রেণীভূক্ত হয়ে যায়। বাজারের সাথে মিল রেখে তাদের কোন ইনকাম হয় না। তিন নাম্বার হল যে ঘাটতি যেটা এই ঘাটতি নিয়ে অর্থনীতিতে যারা সচেতন তারা বলছেন যে ঘাটতি পূরণ করার জন্য একটি বড় রকমের চ্যালেঞ্জের বছর হবে। অর্থাৎ যেখান থেকে যেখান থেকে আপনি রেভিনিউ করতে পারেন সবগুলি সেক্টরে কিন্তু প্রায় কাজ করা হয়েছে। দুটো জায়গায় গুরুত্ব দিচ্ছেন একটা হচ্ছে করদাতাদের নেটটাকে বড় করা বা সংখ্যা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে এবং নতুন কর কোথায় দেওয়া যেতে পারে সেটা দেওয়া। এটা করতে গিয়ে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় উপর ট্যাক্স দেওয়া হয়েছে। ১৫ পার্সেন্ট ট্যাক্স এর বিষয়টা কিন্তু পাঁচ বছর আগে একবার চেষ্টা করা হয়েছিল। আমি ব্যক্তিগতভাবে তখন তাদের আন্দোলনে সংহতি প্রকাশ করেছি। এখন করোনার কারণে আন্দোলন হবে না দেখে চান্স পাইসে তার পরেও যারা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে সবাই তো আর বড়লোকের ছেলে -মেয়ে না। অনেক কষ্ট করে অনেকে পড়ে অর্থাৎ শিক্ষার যে দরবারে টা বড় হয়েছে। করোনার কারণে লেখাপড়ায় বারোটা বেজে ১২.৩০ তায় তো ঘন্টায ঝুলতেছে। এর উপর যদি আরও ১৫ পার্সেন্ট ট্যাক্স যোগ হয় তাহলে কি পরিমানে ক্ষতিগ্রস্ত হবে একবার ভেবে দেখুন। তাই আমি এখানে আবেদন করছি যেটা এখানে অবসান ঘটুক। আল্লাহ যেটা বলতে চাই বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির

একজন সদস্য হিসেবে আমরা তো আলোচনা করছি মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই আমাদের নির্বাহী কমিটির সভা ছিল সেখানে আলোচনা করেছি যে যিনি অর্থনীতিতে ভালো জ্ঞান রাখেন তিনি আমাদের বুঝিয়েছেন সেটা হল আমার কনিষ্ঠতম নাতনির বয়স দশ বছর কিন্তু আজকে যদি সে জন্ম নিত তাহলে সে জন্মের আগেই বা তার কাঁধে ৮৪ হাজার টাকার ঋণের বোঁঝা নিয়ে জন্ম নিত। অর্থাৎ আমাদের ইন নির্ভরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানে একটা ব্যালেন্স করা দরকার আমি কোন ফর্মুলা দিতে পারব না আমি সাবধান চরণ উচ্চারণ করতে পারি শ্রীলংকা নামক দেশের সমুদ্র বন্দর বন্দক দিয়েছিল চীনের কাছে এবং চীনের দিকে ঝুঁকবেন আব ভারতের দিকে ঝুঁকবে টানাপোড়ন শ্রীলঙ্কায় চলছিল। এই মুহূর্তে দুই ভাই দেশের হত্যা করতে একজন প্রেসিডেন্ট একজন প্রধানমন্ত্রী। গত ১১ জুন নিয়ে আসলে পত্রিকায় পড়েছি যে শ্রীলংকা আসলে পুরোপুরি এখন চীনপন্থী যেহেতু তাদের প্রধানমন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্ট দুই জনই চীনপন্থী। চীনের সহায়তায় তারা নির্বাচনে জিতেছে। এটা পত্রিকার ভাষা আমার ভাষা না। কিন্তু শ্রীলংকার মানুষ উদ্বিগ্ন আছে যে আমাদের উপর যে ঋণের বোঝা সেটা আমরা কিভাবে শোধ করব। রিন্তা আমাদের মত দেশ আমরা কিছু ডলার যে আরেকটা দেশকে ধার দিচ্ছি এটা যেমন সত্য আবার এটাও সত্য যে আমাদের প্রত্যেক শিশুর গায়ের ৮৪ হাজার ৫০০ সামথিং ঋণ আছে। আমি ৪ টা পয়েন্ট তুলে ধরলাম যে এই বাজেটে এই জিনিসটা এডজাস্ট করা সম্ভব হয়নি। আসছে সে যে কথাটা বলব যে বাজেট যে কল্যাণমুখী হওয়া প্রয়োজন সেটি কল্যাণমুখী নয়। উদ্যোগ থাকলেও বাস্তবায়ন দুর্বল। এর কারণ হচ্ছে দুর্নীতি বড়লোক ঢুকে যাচ্ছে গরীবের ঘরে বরাদ্দ পাওয়ার জন্য। সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে দরিদ্রদের যে বেনিফিট পাওয়া উচিত সেই বেনিফিটটা বড়লোক নিয়ে নিচ্ছে। এর কারণ হচ্ছে সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধি সরকারি মানুষ একটা দলের সেটা চাও আওয়ামিলীগের। সেখানে আমার আর আপনার বলার জায়গা নেই। মেম্বার আওয়ামীলীগের চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগের উপজেলা পরিষদের মেম্বার, উপজেলা পরিষদের সরকারি কর্মকর্তা আওয়ামীলীগের, আর্মি আওয়ামী লীগের, ব্যুরোক্রেসি আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি লীগের, আনসার আওয়ামী লীগের। এখন বাংলাদেশে টা বাকি আছে আওয়ামী লীগের হান্ডেট পার্সেন্ট ডিক্লেয়ার করার। এখানে দুর্নীতিকে দেখার জন্য যে সমালোচক গোষ্ঠী থাকবে তারা দেখছে না বলছে না। কি বলতে নাকি বলবে এরপর সিকিউরিটি নামক একটা পড়ে তার জিন্দেগি তো তামা হয়ে যাবে সেটা সেটা জানে না। তাই প্রশংসা করি একটাই যে বাজেট বাড়ছে, উদ্যোগও নেয়া হচ্ছে। শিল্পকে বাঁচানোর জন্য কিন্তু এ বছর বেশ কিছু উদ্যোগ আমরা দেখেছি।

জিল্লুর রহমানঃ অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলছেন যে বাজেটের আকার বাড়ছে না। ১৯৭১ সালের হিসাব অনুযায়ী জনসংখ্যা বেড়েছে সেই অর্থে নানান দিক বিবেচনা করে আসলে বাজেট কি বাড়ি নেই যা ছিল তাই আছে। মাননা হিসেবে আরকি।

জে. সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিমঃ আমি সেটা তো যাবো না কিন্তু আমি এটা বলতে চাচ্ছি যে সোনার দাম কত বেড়েছে। আগে কিন্তু বলা হতো যে জিয়া আমলে বাজে ছিল তা আমার আমলে এত। একটা দেশের বাজেট আসলে বাড়বেই। কর্মকাণ্ড পারবো সুতরাং প্রশংসায় করব চেষ্টা চলছে যে আমরা একটু আগেই বললাম যে লোকাল ইন্ডাস্ট্রিকে প্রটেকশন দেওয়ার বিষয়টা মেনে নিলাম। এখানে একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে বাংলাদেশে কিন্তু ভ্যাকসিন পয়দা করার সক্ষমতা রাখে। আনফরচুনেটলি সম্ভাবনাটাকে একদম ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। জাফরুল্লাহ গণস্বাস্থ্যের সেই কথাটা বাদ ই দিলাম ওইখানে কোন একটা ধাক্কা খেয়েছি। বাংলাদেশ ভ্যাকসিন পয়দা করতে পারে কি পারে না এটা কিন্তু জনগণ সামনে আনছে না এবং কোন পৃষ্ঠপোষকতাও দেওয়া হচ্ছে না এর জন্য আমাদের আন্তর্জাতিক কমিটিগুলোকে তাই কিনা অথবা আমাদের নিজেদের দুর্নীতি দেয় কিনা এটা কিন্তু আমাদের অনেক আগে থেকেই প্রশ্ন।

মিছবাহুর রহমান চৌধুরীঃ ধন্যবাদ মাননীয় জেনারেল সাহেবকে। সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত হলে তাদের জন্য কিছু করতে হবে। আমরা শুনেছি নতুন সেনাপ্রধান অত্যন্ত প্রফেশনাল মানুষ। বিজ্ঞ এবং যোগ্য একজন সেনাপ্রধান উনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। সেনাবাহিনী আমাদের খুব প্রিয় তারপর সত্যের খাতিরে জেনারেল ভাইদের বলতে হবে যে সুযোগ-সুবিধা অবসরে গিয়ে আপনারা পান এটা কিন্তু সাধারণ মানুষ পায়না। জমি বলেন, গ্রোথ বলেন, গাড়ি বলেন, ট্রান্সপোর্ট ব্যবসা বলেন, গার্মেন্টসের ব্যবসা বলেন, বিভিন্ন সাহিত্য শাসিত সংস্থাগুলোর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব বলেন, সেনা কল্যাণ সংস্থা ব্যবসা-বাণিজ্য বলেন এগুলো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কোন হিংসা নেই আমরা খুশি। এটা আমাদের প্রিয় সেনাবাহিনী। কিন্তু এত সুযোগ সুবিধা পাওয়ার পর আরও যদি সুযোগ সুবিধা পাওয়ার দাবি করেন তাহলে আমাদের দেশে যারা গরীব ভাইরা তারা সুযোগ সুবিধা বাইরে চলে যাবে। সিপাহী যারা আছেন তাদের জন্য যদি কিছু করার সুযোগ থাকে তাহলে আমি বলব করা উচিত।

জে. সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিমঃ আমি সেটা বলিনি নিজবা ভাই বাংলাদেশ সরকারের সকল সরকারি কর্মকর্তা বা অবসর প্রাপ্ত ব্যক্তিদের পেনশন দিকে একটি ফর্মুলা আনার আবেদন করছি।

মিছবাহুর রহমান চৌধুরীঃ কিন্তু যারা চাকরি ব্যবসা করে তাদের সংখ্যা অনেক বেশি তাদের আসলে যে নিরাপত্তা বলয় দেশের নিরাপত্তা বলয় টা এই যে আপনি একটা কথা বললেন আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা যারা তারাই নিরাপত্তা বলার জন্য গরিব মানুষদের তালিকা দেন আমি মনে করি যে মানুষগুলো পাওয়া উচিত তাদেরকে না পায়ইয়ে ভাই, ভাতিজা, আত্মীয়-স্বজনরা ধনী থাকলে ওদের ঘরে যাচ্ছে। এইযে প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগ নিলেন বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সে গৃহহীন মানুষদের ঘর ফিরিয়ে দিবেন পরিকল্পনা অনেক সুন্দর ছিল যে কেউ গৃহহীন থাকবে না। কিন্তু এই দুর্নীতিবাজরা এমন ঘর বানিয়েছে যে ঘরগুলোতে মানুষ ওঠার আগেই ভেঙে ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। প্রকাশ্যে সবার সামনে এদের বিচার হওয়া উচিত কিন্তু এটা আমরা করতে পারছিনা। এরপর আপনি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে ভ্যাটের বিষয়টা বলছেন। এটা দেশবাসীর দাবি যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে যারা পড়ে ওরা পাবলিক ইউনিভার্সিটি তে ভর্তি হওয়ার সুযোগ না পেয়ে কিন্তু এখানে আসে। এবং এখানে যে সবাই বড় ধনীর ছেলে মেয়েরা তা নয় অনেক কৃষকের ছেলেরাও সেখানে পড়াশোনা করে। জায়গা জমি বিক্রি করে পড়াশোনা করে এখানে আবার ১৫ পারসেন্ট ভ্যাট বসিয়ে দেওয়া এটা শিক্ষাকে উৎসাহিত করা নয় বরং শিক্ষাকে নিরুৎসাহিত করা। এটা সঠিক হয়নি এবং আমি দাবী করবো একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য। এরপর আপনি ইন্ডিয়ার কথা বলছেন। চীনের কথা বলছেন। আমাদের দেশ একটা ব্যবসায়িক সিন্ডিকেট আছে। এরা সংখ্যায় অল্প কিন্তু সব জায়গায় ঝামেলা তৈরি করে। শেয়ারবাজারে ধস নামায়। ভ্যাকসিন কিনতে গিয়ে এরা বিপত্তি তৈরি করে। এর আগে আগেভাগেই বলে যে ভ্যাকসিন সব কেনা হয়ে গেছে। সরকারিভাবে কেনার সুযোগ বিদায় নেয় সরকার থেকে ওরা টাকা নেবে কিন্তু ওরা আমাদেরকে ফ্রি ভ্যাক্সিন এনে দেবে।

জিল্লুর রহমানঃ কিন্তু সরকারকে কেউ কিছু বুঝতে হবে এমন তো কথা নেই।

মিছবাহুর রহমান চৌধুরীঃ অনেক সময় দেশের ব্যবসায়ীদের উপর বিশ্বাস রাখতে হয়। সরকার ছিল ব্যবসা-বান্ধব। কিন্তু ব্যবসায়ীরা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যে এখন সরকার ব্যবসায়ী বান্ধব হয়ে নিজেদের আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করছে। এর জন্য আমি বলব যে মন্ত্রিসভায় আমরা খেয়াল করে যদি দেখি তাহলে আমি বলব যে অনেকেই আছেন যারা শুধু বাজার নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। আমাদের

মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী তিনিও ব্যবসায়ী। আমাদের বাণিজ্যমন্ত্রী তিনিও ব্যবসায়ী। এরকম আমরা যদি ২,৪,৫ জন দেখি যে মূল মূল জায়গায় অনেকেই ব্যবসায়ী। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা উনি ঔষধের মালিক এবং উনি শেয়ার মার্কেটের মালিক, উনি সমস্ত দেশে বিদেশে চুক্তিরও মালিক মানে সবকিছুতেই দেখা যায় উনি। এবং উনার একটা ক্লিন ইমেজ আছে যে মানুষ নাকি আল্লাহর অলি বলে। সেই আল্লাহর অলির ভয়ে মানুষ এখন ঠোঁটস্থ যে হায় হায় আমরা ভ্যাকসিন পাবো না এমন করে কতদিন মানুষ মারা যাওয়ার পরে ভ্যাকসিন আসবে হয়তো কিন্তু মানুষকে টাকা দিয়ে ভ্যাকসিন কিনতে হবে। এখন উনাদেরকে চিহ্নিত করার সময় এসেছে।

জিল্লুর রহমানঃ আপনা তো সরকারের শরিক অংশীদার। এগুলো কি আপনারা বলেন না?

মিছবাহুর রহমান চৌধুরীঃ শুনেন এগুলো আমাদের বলার সুযোগ কতটুকু আছে। আগে দেখতে হবে যে বলার সুযোগ কতটুকু রয়েছে আমাদের আওয়াজ জিল্লুর ভাই সত্যি কথা আপনার এখানে আসলে বা মিডিয়ায় গেলে আমাদের আওয়াজ কান পর্যন্ত পৌঁছে কিন্তু আমাদের আওয়াজ কিন্তু কেউ প্রস্তুত নয়।

জিল্লুর রহমানঃ তাহলে অংশীদারিত্ব কেন?

মিছবাহুর রহমান চৌধুরীঃমাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দুষ্কৃতিকারীরা গ্রেনেড হামলা করল উন্নত চিকিৎসা করা হলো ডানকান এবং ডান সাইড হতে কোন আওয়াজ হলে উনার কান পুরোপুরি সারেনি মাঝে মাঝে বাইরে গিয়ে চিকিৎসা নিতে হয়। কিন্তু পামসেট থেকে যে আওয়াজগুলো এটা আমরা তিন শোনান তো এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। নসিব খারাপ যাকে বুঝায়। এর জন্য আমাদের আওয়াজ কেউ সঠিকভাবে পৌঁছায় না। আমরা বলতে পারতেছি না আমরা এই সরকারের সফলতা চাই। আমরা প্রধানমন্ত্রী যে পরিশ্রম,উনার যে দেশপ্রাণ, অনার্য মানুষের প্রতি ভালোবাসা এগুলো প্রতি পূর্ণ আস্থা আমরা এখন রাখি। আমরা কোন সন্দেহ পোষণ করি না। কিন্তু সরকারের অনেক কর্মকাণ্ডে মানুষ রাগান্বিত। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর ব্যাপারে কোনো আলোচনা হলের মানুষ বলে যে না উনি এখনো ঠিক আছে। এখনও উনি জনপ্রিয়ও। এখনো মানুষ প্রত্যাশা করে উনি কিছু করতে পারবেন। দেশকে প্রধানমন্ত্রী অনেক অগ্রসর করে নিয়ে গিয়েছেন। করোনার কারণে সেইগুলো থমকে গেল আপনি দেখেন করনা নিয়ে ব্যবসা, দুর্নীতি, করো না নিয়ে লুটপাট এগুলোতো দেখে মানুষ হতবাক যারা করল এই কাজ গুলো এরা সরকারি খুব ধারে-কাছে ঘোরাঘুরি করল। এই জিনিসগুলো বিবেচনা করলে বাজেট নিয়ে আমাদের যে প্রত্যাশা চতুর্দিক থেকে অর্থনীতিবিদরা, প্রেমিক মানুষরা

যাদেরকে আমরা চিনি তারা বাজেটের সংশোধনের জন্য নানান প্রস্তাব দিচ্ছেন। পার্লামেন্টে তো দু একজন বিরোধী এমপি আছে।

জিল্লুর রহমানঃ দেখলাম যে বাংলাদেশ থেকে যে টাকা পাচার হয়ে যাচ্ছে সেখানে বেশ কয়েকজন বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্য রয়েছে।

মিছবাহুর রহমান চৌধুরীঃ আমার তো ছেলে, ছেলের বউ, ভাই, ভাগ্না-ভাগ্নি, পরবর্তী ইন্তেকাল করেছেন পুরা কানাডায় থাকে। ক্যানাডায় যে বাড়ি ঘর তারা করতেছেন আগে তো শুনতাম রাজনীতিবিদরা বা সংসদ অধিদপ্তরের কথা কিন্তু এখন যদি আপনি পরিসংখ্যান নেন তাহলে আপনি দেখবেন যেখানে সরকারি কর্মকর্তাদের বাড়ি বেশি। যতগুলো বাড়ি আছে এখানে যদি ৩০ ভাগ বা ৩৫ ভাগ রাজনীতিবিদদের বাড়ি হয় তাহলে সরকারি কর্মকর্তাদের বাড়ি বাকি ৬৫ কিংবা ৭০ ভাগ। ইবরাহিম আপনি বলেন কারণটা বলেন তাহলে আমি আপনার সাথে শেয়ার করব।

জে. সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিমঃ এখন থেকে পনের বছর আগে ওয়ান-ইলেভেন নামে যে যন্ত্রনা এসেছিল তারা সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করে জাতীয় পরিচয় পত্র করেছে। ভোটার আইডি কার্ড দিয়েছে। ইলেকট্রন তালিকা ঠিক করেছে। একটা উদ্যোগ নিয়েছিল তারা যে হোয়াইট মানে ব্ল্যাক করো এবং সত্য স্বীকার করো। নিজের দোষ নিজে স্বীকার করে আগাও। বর্তমান রাজনৈতিক সরকারি এটি সমালোচনা করেছিলেন সবার আগে এসে। এই সরকারই তো সুযোগ দিচ্ছেন ব্ল্যাকমানি হোয়াইট করার। আমি ব্ল্যাকমানি টাইট করার বিষয়ে কিছু বলতে চাচ্ছি না অন্য বলতে চাচ্ছি না আমি শুধু বলতে চাচ্ছি ২০২০ সালে যারা ব্ল্যাকমানি হোয়াইট করেছেন দোষ স্বীকার করে বলেছেন আমার জরিমানা নেন বাকি টাকাটাকে ঠিক করে নেন। তাদের তালিকা দেখলে আপনি পাবেন আপনার সমর্থনে বক্তব্যটা তার মধ্যে সরকারি কর্মকর্তা কতজন। সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতি করার সাহস কোথায় পাচ্ছে। আপনি এ জায়গায় মেজবাহ ভাই কিছু বলছেন না। নিশ্চিত এই সরকার ওই সরকারি কর্মকর্তাদের ব্যবহার করে মি নতে বেনিফিট নিচ্ছেন বলে পারস্পরিক সহযোগে সকলে মিলে দুর্নীতি করছো। খোঁজ নিয়ে দেখেন যত ব্যক্তি মেগা প্রজেক্ট গুলোতে জড়িত যে চেহারাই হোকএবং মাথায় যাই পড়ক সাদা টুপি, কালো টুপি, রঙিন টুপি তার মধ্যে ৯৯ ভাগই দুর্নীতিতে জড়িত। এটা সরকার যদি বলে জানিনা তাহলে এটা মারাত্মক একটা ভুল হবে। সরকার একটা কাজ করে সরকার গৃহস্থ কে বলে সাবধান এবং চোরকে বলে চুরি কর। সরকার সাপ হয়ে দংশন করে এবং ওঝা হয়ে সারতে চায়। সকল কিছু বিবেচনা করে যে বক্তব্যটা দ্বারা আপনি ভোটারবিহীন নির্বাচন করে এখানে

আছেন। আপনি সরকারি কর্মকর্তাদের নিকট জিম্মি হয়ে গেছেন। সুতরাং এই জায়গা থেকে বের হইতে গেলে আমাদের সুইচ টিপলে বাতি জলে কিন্তু বাংলাদেশের একটা সুইচ টিপতেই তার সমাধান হয়ে যাবে এটা আসলে হবে না। এইযে কিশোর অপরাধ, এই যে পরকীয়া প্রেম, এই যে নারী পাচার, এইযে অর্থপাচার, এগুলো একদিনে তো সমাধান হবে না। বৈদেশিক শক্তি আমাদের উপর চেপে বসেছে। আমাদের সীমান্ত অরক্ষিত হয়ে গেছে। আমাদের চেতনা অরক্ষিত হয়ে গেছে। আমাদের ঈমান নিয়ে টানাটানি মধ্যে আমরা পড়েছি। আমাদের শিক্ষাঙ্গন শেষ হয়ে গেছে। আমাদের স্বাস্থ্য সেক্টর শেষ হয়ে গেছে। আমি এর জন্য বারবার বলতে চাচ্ছি কোন না কোন জায়গা থেকে তো আমাদের ফিরে আসার একটা উদ্যোগ নিতে হবে। দুর্নীতি দমন কমিশনও যে উদ্যোগগুলো নিবে তার পিছনে তো কিছু সমর্থন থাকতে হবে। তাদের রেইট অফ আইডেন্টিফাই করাপশন, রেইট অফ ফাইলিং ক্যাসেস, রেট অফ পানিশমেন্ট এরমধ্যে দেখবেন বিরাট তফাৎ। আমি আবেদন করব বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে রাজনৈতিক মন্ডলের কাছে সকলের কাছে নিজের বুকে হাত দিয়ে একবার স্বীকার করুন যা আসলেই কি বাংলাদেশের মানুষ তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে সেই জায়গায় নিতে পারছে কিনা যদি না পারে তাহলে এর থেকে বেশি আশা আপনি করবেন না। সরকার নির্ভরশীল হয়ে যাচ্ছে অনেকে উপরে জিম্মি হয়ে গেছে। আমি সরকারকে দোষ দিতে চাচ্ছি না কিন্তু একবার যেহেতু আপনি একটা ট্র্যাপের মধ্যে ঢুকেছে সেই ট্র্যাপ থেকে বের হওয়া মুশকিল হয়ে গেছে সরকারের পক্ষে। সরকারের দুর্নীতি গুলো আমলারা জানে আমলাদের দুর্নীতির রাজনৈতিক নেতৃত্ব বৃন্দ না জানে এবং পরস্পরকে বাঁচানোর জন্য তো একে অপরকে চেষ্টা করবেই। গত বৃহস্পতিবার মসজিদের ইমাম সাহেব খুতবা দিয়েছেন সেখানে তিনি বলেছেন সত্য বলার যে ক্ষমতা এটি ঈমানের অংশ। আল্লাহর ভয়ে তুমি সত্যটা বলবা। এখানে আমরা আল্লাহর ভয় থেকে বান্দাকে ভয় করছি বেশি। রোজিনা কে ধরে নিয়েছেন কেন আরো কতদিন উপর অত্যাচার হচ্ছে না। রোজিনা পক্ষে আমরা সকলেই দাঁড়িয়েছে যে অন্তত একটা জায়গায় তো আমরা আপত্তি করি, প্রতিবাদ জানাই। আমি জানিনা সাংবাদিক রোজিনা কি তথ্য আনতে গিয়েছিলেন। অনেকেই বলেন তিনি নিঃসন্দেহ সফর প্রতিবেদন করেছেন তারপরও অনেকে বলেন তিনি কিজন্য গেলেন, কি জন্য মাফ চাইলেন, কেন ধরা পড়লেন। আমি ওই সকল কিছুর দিকে যাব না আমি শুধু বলব যে সরকার সাংবাদিক সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ করেছে। সরকার মুক্ত সাংবাদিকতা বিরুদ্ধে দমন নীতি পরিচালনা করছে এর কারণে আপনি সত্যটা পাচ্ছেন না। একজন সরকারি কর্মকর্তা ১০০ কোটি, ২৫০ কোটি বা ৫০ কোটি টাকা দিয়ে কালোটাকা সাদা করলো আর হাসতে হাসতে সবাই বলছে এটা তো প্রশান্ত মহাসাগরের

শিলাখণ্ড বা আইসবার্গের মত। নয় ভাগের এক ভাগ আপনি দেখলেন এবং আট ভাগ পানির তলায় রয়ে গেছে। আমি বলতে চাচ্ছি শুধু একটা কথা আপনি তো তল্লাশি করলেই পাবেন। কোন রাস্তায় টাকা গুলো জমা হয় আপনি কি আগ্রহী ওই রাস্তাটা বন্ধ করতে।

জিল্লুর রহমানঃ মি. মিছবাহুর চৌধুরী

মিছবাহুর রহমান চৌধুরীঃ এইযে ব্ল্যাকমানির কথা আপনি বললেন আর অপ্রদর্শিত টাকা বা মানি। এই বিষয়টা আমাদের একটু খতিয়ে দেখতে হবে। যেমন আমাদের সাবেক প্রধানমন্ত্রী তিনি কিছু অপ্রদর্শিত টাকা জমা দিয়েছেন। আমি মনে করি না এটা ব্ল্যাকমানি ছিল। এটা হয়তো উনার বেতন, ভাতা পেনশন,বা হয়তোবা উনি এটা ঘরে জমা রেখে ছিলেন। আপনার খেয়াল আছে নিশ্চয়ই টাকাটা জমা দিয়েছিলেন। এইযে ফেন্সিডিল ব্যবসা করে, ড্রাগ ব্যবসা করে, দুর্নীতি করে, ঘুষ খেয়ে টাকাগুলো জমা এটাকে ব্ল্যাক মানি বলে। আর যারা টাকাটা ব্যাংকে রাখে না বা প্রদর্শন করে না, বাড়িতে রাখে না, এক সময় জমাতে, জমাতে অনেক টাকা হয়েছে এগুলোকে অপ্রদর্শিত টাকা। এই টাকাগুলো কে হোয়াইট করার ব্যবস্থা সরকারে করতে হবে আর ব্ল্যাক মানি কে এই সরকার তো প্রথমে নিজে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ সব সরকারই দিয়েছে। যদি সরকারকে বলা হয় যে কেন আপনার এই সুযোগটা দিচ্ছে তাহলে সরকারের ভাষ্য হলো সুযোগটা আমরা এই কারণে দিচ্ছি না হলে ওই টাকা বিদেশে পাচার করবে। ইসলামে তাই বলে যে যেভাবে খুশি সেভাবে আপনি আয় করতে পারবেন আপনার আয়ের উপর রেস্ট্রিকশনস আছে। ইমাম সাহেবদের মসজিদে মসজিদে এই নিয়ে আলোচনা করা উচিত যে হালাল রুজি গুরুত্ব টা কি। আমাদের দেশের শ্রমিক-কৃষক এরা কিন্তু হালাল উপার্জন অর্থ দ্বারা খায়। যার কারণে কিন্তু করোনা আক্রমণ ও তাদের মধ্যে কম।

জে. সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিমঃ ঈদের ৪,৫ দিন আগে ইন্তেকাল করলেন জনাব আবদুল হান্নান। না কিন্তু ঢাকা মহানগরে জুরাইনে চার ভাই-বোনের পৈত্রিক সূত্রে জায়গা আছে। তাকে অনেকে বলেছেন যে ঢাকা শহরে আপনার জায়গা নেই এটা বলে আপনি জায়গা আবেদন করেন। কিন্তু তিনি বলেছেন আমি কেমনে মিথ্যা কথাটা বলব যে ঢাকাশহর আমার কোন জায়গা নাই। এইযে নৈতিকতার অমৃতা আওয়ামিলীগে আসার আগে এনবিআরের চেয়ারম্যান ছিলেন। এক বছর আগে সরকার এক্সটেনশনস দিয়েছিল। এক্সটেনশন এর মাঝামাঝি উনি পদত্যাগ করে চলে যান কারণ সরকারের পক্ষ থেকে আমার একটা অনুরোধ ছিল যেটা মনে করতে পারবেন না তাই তিনি পদত্যাগ করে চলে যান। আমি এটাই বলতে চাচ্ছি

যে সরকারই আমরা যদি সাহস থাকে এই দেশটা তো আমাদেরও। আমিতো গুণগত পরিবর্তনের জন্যই রাজনীতিতে এসেছিলাম এই মনোভাবটা ছিল খুবই দরকার।

মিছবাহুর রহমান চৌধুরীঃ আমিশা আব্দুর রহমান সাহেবকে বেহেস্ত নসিব করুন যে এরকম একটা ব্যক্তিত্ব আসলে উনি ছিলেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে ওনাকে চিনি। এটা সত্য যে আর্থিকভাবে উনি অত্যন্ত সৎ ছিলেন কিন্তু না রাজনৈতিক চিন্তা ধারার সাথে আমাদের অনেক তফাৎ ছিল। আমার সাথে টকশোতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ হয় নাই বরং গৃহযুদ্ধ হয়েছে এই বিষয় নিয়ে বিতর্ক হয়েছে কিন্তু উনি সৎ এটা সত্য। উনার কথাটা কিন্তু ইউটিউবে আসছে কিন্তু উনার আমলে অনেক সচিব পাবেন উনার মত কিন্তু এখন আগুনে যদি দেখেন তাহলে একবারে চেনাই হয়ে গেছে এমন না কিন্তু এমন সচিবা পাওয়া যাবে না। আগে যারা বিচার বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন, আগে পুলিশ কর্মকর্তাদের দেখেন, আগে আপনাদের সেনা কর্মকর্তাদের দেখেন এখন যে সামাজিক অশান্তি সামাজিক অস্থিতিশীলতা এই সকল কিছু নীতির অভাবে ঘটছে।

জে. সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিমঃ সেনা কর্মকর্তা বলছেন তো তাই একটু যোগ দেই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে নতুন একটি সেনাপ্রধান এসেছেন আপনি অভিনন্দন জানিয়েছেন। আমি অভিনন্দন জানাই। আমি আশা করছি যে নতুন সেনাপ্রধান যোগ হয়েছেন তার সম্পর্কে অনেক ভালো ভালো কথা শুনেছি তোমরা আশা রাখছি যে আপনি যে কথাগুলো বললেন সেই কথাগুলো যেন উনার কানে পৌঁছায়।

মিছবাহুর রহমান চৌধুরীঃ আমি শেষ কথা বলবো যে সামাজিক দুর্ঘটনা একের পর এক ঘটছে, খুন হচ্ছে, ছাত্রদের মধ্যে সারারাত জেগে ফেইসবুক, মোবাইল ফোন এই সবকিছু বিবেচনা করে এককভাবে একদলীয় ব্যবস্থাপনায় এটা হবে না। আমাদের সমাজকে ঠিক করতে গেলে আমাদের সকলের একত্রিত চেষ্টায় এটি করতে হবে।

জে. সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিমঃ আমার ঘরে তিনজন নাতি আছে সেই পয়সার সকল শিশু আমার নাতির মতো তাদের পক্ষ থেকে আমি আবেদন করছি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দিক। ধন্যবাদ জিল্লুর ভাই।

জিল্লুর রহমানঃ জি ধন্যবাদ। দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। তৃতীয় মাত্রা সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাকে, ইমেইলে অথবা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে। তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং

শুক্রবার বাংলাদেশ সময় রাত দুটো এবং সকাল ১১.৩০ টায় এবং শুক্রবার দুপুর দেড়টায়। দেখবার আমন্ত্রণ রইল। তাছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে লাইভ স্ট্রিমিং এর মাধ্যমে আমরা তৃতীয় মত দেখতে পারেন। মেজর জে. সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম এবং আলহাজ্ব মিছবাহুর রহমান চৌধুরী আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ তৃতীয় মাত্রা' অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য। দর্শক দুজনই নানাবিধ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন তবে কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে দুইজনে আশঙ্কার মধ্যে রয়েছেন। করোনা পরিস্থিতি নিয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন নানা ক্ষেত্রে। প্রধানমন্ত্রীর সতর্কবার্তার বিপরিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কার্যকরী পদক্ষেপ নেননি। হয়তো নিলে পরিস্থিতি তারা অনেকখানি মোকাবেলা করতে পারতেন। করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য স্বাস্থ্যখাতে সর্বোচ্চ অর্থ বাজেটে করা উচিত ছিল বলে তারা মনে করেন কিন্তু এটি করা হয়নি। এবং স্বাস্থ্যবিধি না মানার ক্ষেত্রেও সমালোচনা করেছেন যে জনগণের মধ্যে সচেতনতা অভাব রয়েছে। আইন প্রয়োগের মধ্যে ঢিলেঢালা ভাব দেখা গেছে এবং ধর্মীয় কুসংস্কারের বিষয়ক বিশ্বাসে বিষয়টি দেখা গেছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় যথেষ্ট পরিমাণে দক্ষতা এবং পরিকল্পনার অভাব লক্ষ্য করা গেছে। দুর্নীতি এখন একটি বড় সমস্যা সেটিও বারবার উঠে এসেছে। ভ্যাকসিন নিয়েই আসলে বোঝা গেল যে আমাদের সম্পর্ক কাদের সাথে কি। ভ্যাকসিন আসলে বুঝিয়ে দিচ্ছে কি আমার শত্রু কে আমার বন্ধু। উনারা দুইজনই মনে করেন যে এক চাকায় যে দেশে চলছে এক চাকায় না বরং দুই চাকায় দেশ চলতে হবে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টেক্স বাড়ানো হয়েছে সেটির তীব্র সমালোচনা করেছেন। এটিকে শিক্ষা সংকোচিত করার পদক্ষেপ হিসেবে উনার মনে করছেন। বাজেট নিয়ে উনারা বলেছেন যেই বাজেট নিয়ে আমরা পিছিয়ে আছি বাজেট এর মাধ্যমে অগ্রগতির কোন লক্ষণ আসলে উনারা মনে করেন না। এবং বাজেট থেকে এটি স্পষ্ট হয়েছে যে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের মাথার উপর যে ৮৪ হাজার টাকার যে ঋণ যে শিশু জন্মগ্রহণ করেছে তার মাথার উপর ঋণের বোঝা নিয়ে এসে জন্মগ্রহণ করছে সেই ঋণের বোঝা কমাতে হবে। এবং বাজেট কারো কল্যাণমুখী করতে হবে এবং বাজেট দেখে মনে হচ্ছে যে বড়লোকরা গরিবের সুযোগ-সুবিধা নিতে তাদের মনোযোগ রয়েছে। এই যে বৃত্তের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে গরিবরা যে গরিব হচ্ছে এবং নতুন করে যে গরিব হচ্ছে সেটি আমাদের কর্তাব্যক্তিরা তালিকার মধ্যে নিচ্ছেন না এবং মানতেও চাইছেন এবং এই জায়গা থেকে আসলে তাদের বের করে নিয়ে আসতে হবে। দর্শক আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা।